হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও খোরপোষ আইন, ১৯৫৬

সাধারণভাবে কোন বিবাহিত হিন্দু দম্পতির কোন সন্তান না জন্মালে তাঁরা দত্তক গ্রহণ করতে পারেন। তবে তার কিছু আইনী শর্তাবলী আছে।

এই আইনের আওতায় যারা পড়বেন ঃ-

ক) হিন্দু ধর্মের যে কোন শাখা যথা - বৈষ্ণব, বীর শৈব, লিঙ্গায়ত, ব্রাহ্ম, প্রার্থনা ও আর্য সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তি।

খ) বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সম্প্রদায়ের সকলে।

গ) বা অন্য যে কেউ যদি মুসলিম, ক্রিশ্চান, পার্সী বা ইহুদি ধর্মের না হন।

তার মানে -

ক) কোন বৈধ বা অবৈধ সন্তানের বাবা-মা দুজনেই হিন্দু, বৌদ্ধ,জৈন বা শিখ।

খ) কোন বৈধ বা অবৈধ সন্তানের বাবা অথবা মা যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ হন, এবং তাঁর সন্তানকে নিজ ধর্ম মতে লালন করে থাকেন।

গ) কোন ব্যাক্তি অন্য ধর্ম ছেড়ে স্বেচ্ছায় হিন্দু ইত্যাদি ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন, বা পুনর্বার হিন্দু ইত্যাদি মতে দীক্ষিত হন।

ঘ) কোন বৈধ বা অবৈধ সন্তান যার বাবা-মা দুজনেই তাকে পরিত্যাগ করেছেন অথবা যাঁদের পরিচয় জানা নেই, কিন্তু সে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন পরিবারে মানুষ হয়েছে।

দ্রঃ বাদ যাবেন তফসিলি জন জাতির মানুষ।

- হিন্দু পুরুষ যদি সাবালক ও সুস্থ মস্তিষ্কের হন, তিনি পুত্র বা কন্যা দত্তক তাঁর স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে নিতে পারেন, অবশ্য যদি সেই স্ত্রী সংসারধর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করে থাকেন বা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে থাকেন, বা আইনত পাগল বলে প্রমাণিত হয়ে থাকেন তাহলে অনুমতির প্রয়োজন হবে না।
- যদি কোনও ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকেন তাহলে দত্তক নেওয়ার সময় সকলের অনুমতি প্রয়োজন।
- হিন্দু মহিলারও দত্তক নেবার অধিকার আছে যদি তিনি

  ক) সাবালিকা ও সুস্থ মস্তিস্কের হন,

  খ) অবিবাহিতা হন,

  গ) বিধবা হন,

ঘ) যদি তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে,

ঙ) তাঁর স্বামী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন,

চ) সংসার ধর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন,

ছ) আদালত দ্বারা পাগল প্রমাণিত হন।

জ) কোনও মহিলা শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে গুরুতররূপে অসুস্থ এমন প্রমাণ না থাকলে তিনি দত্তক নিতে পারেন।

- দত্তক দিতে পারেন কেবল বাবা- মা বা অভিভাবক।

কাকে দত্তক নেওয়া যায়

পুত্র বা কন্যা হিন্দু হলে

- দত্তক পুত্র বা কন্যার ১৫ বছরের কম বয়স হতে হবে - যদি না স্থানীয় প্রচলিত রীতি তার চেয়ে বেশি বয়সও মঞ্জুর করে।
- যদি কোন পুরুষ কোন মেয়েকে দত্তক নেয় তবে দত্তক নেওয়া বাবার বয়স মেয়ের চেয়ে অন্ততঃ ২১ বছরের বেশি হতে হবে। একই ভাবে কোন মহিলা যদি কোন ছেলেকে দত্তক নেয় তবে দত্তক নেওয়া মায়ের বয়স ছেলের চেয়ে অন্ততঃ ২১ বছরের বেশি হতে হবে।
- যদি তাঁর অন্য কোন বৈধ রক্তের সম্পর্কের বা দত্তক সম্পর্কের ছেলে, নাতি বা পুতি (নাতির ছেলে) না থাকে তবেই পুত্র দত্তক নেওয়া সম্ভব হবে। তেমনি, কন্যা দত্তক নিতে হলে অন্য কোন রক্তের সম্পর্কের বা দত্তক সম্পর্কের কন্যা বা নাতনি (ছেলের মেয়ে) থাকা চলবে না।
- অবিবাহিতা মহিলা কোন শিশুকে দত্তক নেবার পর যদি বিয়ে করেন, তাঁর স্বামী পোষ্য শিশুর বাবা হিসাবে গণ্য হবেন।
- পোষ্য সন্তানের আগের পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন বলে ধরা হবে; কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক সূত্রে নিষিদ্ধ সম্পর্ক এক্ষেত্রেও অমান্য করা চলবে না। এবং দত্তক নেবার আগে যদি সে কোন সম্পত্তি পেয়ে থাকে তা তারই থাকবে - বাজেয়াপ্ত হবে না। অবশ্য সম্পত্তি অর্জনের শর্ত হিসেবে যদি আগের পরিবারকে দেখা শোনা করার ভার দেওয়া থাকে, সে দায় তাকে বহন করতে হবে।
- সচরাচর বিবাহিত ছেলে বা মেয়েকে দত্তক নেওয়া যায় না, যদি না স্থানীয় রীতি তা অনুমোদন করে।
- হিন্দু পুরুষ কোন শিশুকে দত্তক নিলে, তাঁর স্ত্রী শিশুটির আইনত মা হবেন।
- একই শিশুকে দুজন দত্তক নিতে পারেন না।

- অবিবাহিত পুরুষ দত্তক নেওয়ার পর বিয়ে করলে তাঁর স্ত্রী পোষ্য শিশুর মা হবেন।
- দত্তক সন্তানের সম্পত্তির অধিকার ঔরসজ বা গর্ভজাত সন্তানের অনুরূপ হবে।
- দত্তক গ্রহণের বিবিধ হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান অথবা রেজিষ্ট্রি দত্তক দলিল দ্বারা পাকা করা যেতে পারে।
- নিয়ম মাফিক দত্তক নেওয়া হলে তা বাতিল করানো যায় না।
- মুসলিম ও খৃষ্টান আইনে দত্তক গ্রহণের কোন বিধান নেই।

জেনে রাখা দরকার

হিন্দু দত্তক আইনের আওতায় দত্তক নেওয়া জটিল। কোন শিশুকে রাস্তায় কুড়িয়ে পেলে তাকে বাড়ি নিয়ে পালন করা অবৈধ। পুলিশের সাহায্যে আদালতের মাধ্যমে নিতে হবে। তাছাড়া এমন কোন সংস্থা যারা কুড়িয়ে পাওয়া বা পরিত্যক্ত শিশুদের পালন করেন, তাদের সাহায্যে আদালতের মাধ্যমে নিতে হবে। আপনার এলাকার আদালতের মাধ্যমে দত্তক নিলে তবেই শিশুটি আপনার নিজের সন্তানের মর্যাদা পাবে। যে কোন ক্ষেত্রেই নতুন নিয়ম অনুযায়ী ''চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি'' কে জানাতে হবে।